18-1-41
(3) Bhalobasa
সরমা পিকচার্সের নিবেদন
মায়া=মৃগ
BIGUHA

উপন্যাসিক

৺চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর কাহিনী

"যমুনা পুলিনের ভিখারিণী"

অবলম্বনে

সরমা পিক্‌চার্সের

মায়া-মৃগ

"মায়া-মৃগ" ঃ নামকরণ ঃ ঃ ঃ প্রচারকর্ত্তা ঃ সুশীলকুমার

নেপথ্যে
— প্রযোজনায়
গনেশরঞ্জন —
পরিচালনায়
কালীভূষন
সুরশিল্পে
গিরীন চক্রবর্ত্তী
মূল কাহিনী
চারু বন্দ্যো
কথা ও গান
সুশীল কুমার
GUHA

চরিত্র পরিচিতি ঃ

যুথি (মেয়ে) / লীলা (মা)	...	কমলা দে
শিশু যুথি	...	কুমারী মমতা
পদ্ম	...	মণিমালা দেবী
কাকিমা	...	সরযূ রায়
পিসিমা	...	উষা দেবী

বিমল	...	ইন্দ্রনাথ
ফণী	..	নটরাজ
অমৃত	...	তারাপদ
ললিত	...	বেচু দাস
অমর	...	দিব্যেন্দু
কাকাবাবু	...	যতীন মিত্র
ভৃত্যদ্বয়	...	লাটু কর / ৺ললিত মিত্র

দৃশ্যাবলী ঃ আগ্রা, এলাহাবাদ, গোয়ালন্দ, বজবজ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ও ষ্টুডিয়ো।

কাহিনী

তাজমহলের শহরে বাড়ী অমৃতর। অমৃত রায় শিল্পী—মনে-প্রাণে, কাজে-কর্ম্মে তার শিল্পানুরাগ। বড়োলোকের ছেলে, অন্নচিন্তা নেই—ছবি এঁকে আর তাজ দেখে দিন কাটে। সংসারে আপন-জন নেই বিশেষ—এক কাকীমা আর কাকা ছাড়া। হ্যাঁ, আছে আর একটি মেয়ে—লীলা। লীলা দূরাত্মীয়, কিন্তু শিল্পীর মডেল।

মডেলের মতো রূপ আর এক বাড়ীতে থাক্‌বার ঘনিষ্ঠতা, এই ছু'টিকে কেন্দ্র ক'রে শিল্পীর মনে আরো একটা কিছু গড়ে' ওঠে। লীলাকে জীবন-সঙ্গিনী করবার মৎলব যখন কাকা-কাকিমার অনিচ্ছাকেও ছাপিয়ে গেল তখন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে।

অমৃত নিজের মনকেই জানে কিন্তু আর-একটি কথা তার শিল্পী মন হয়তো জান্‌ত না যে "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই"। লীলার মনের অতলে তলিয়ে দেখে নি এই সরল উদার প্রাণ যুবক। লীলার মনে ছিল—"যাহা পাই তাহা চাই না"।

অমৃত যখন বিয়ের প্রায় সমস্ত ঠিক ক'রে ফেলেছে, শুধু লীলার মতের অপেক্ষা—এমনি সময়ে অমৃতর পাশের বাড়ী পর্ণ কুটিরে একটি যুবকের আবির্ভাব হ'ল—নাম তার ললিত বক্‌সী। ললিত যেচে এসে অমৃতের সাথে আলাপ পরিচয় ক'রে গেল।

অভ্যাস মতো সেদিনও বিকেল বেলা অমৃত যখন লীলাকে নিয়ে তাজমহলে যাবার প্রস্তাব ক'র্‌ল, লীলা কিন্তু অনভ্যাস মতো তার সাথে গেল না, বল্‌লে—মাথা ধরেছে তার।

অগত্যা অমৃত একাই বেরিয়ে প'ড়্‌ল।

তাজ থেকে ফিরে অমৃত লীলাকে ঘরে দেখ্‌তে না পেয়ে, বাগানে খোঁজ কর্‌তে গেল। তার ডাকে, প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যার বাগানে, একটি মূর্ত্তি লীলার সন্নিধান থেকে ছুটে চ'লে যাচ্ছিল। চোর ভেবে অমৃত ক্ষিপ্রহস্তে তাকে পাকড়াও ক'রে দেখে—চোর আর কেউই নয়, ললিত।

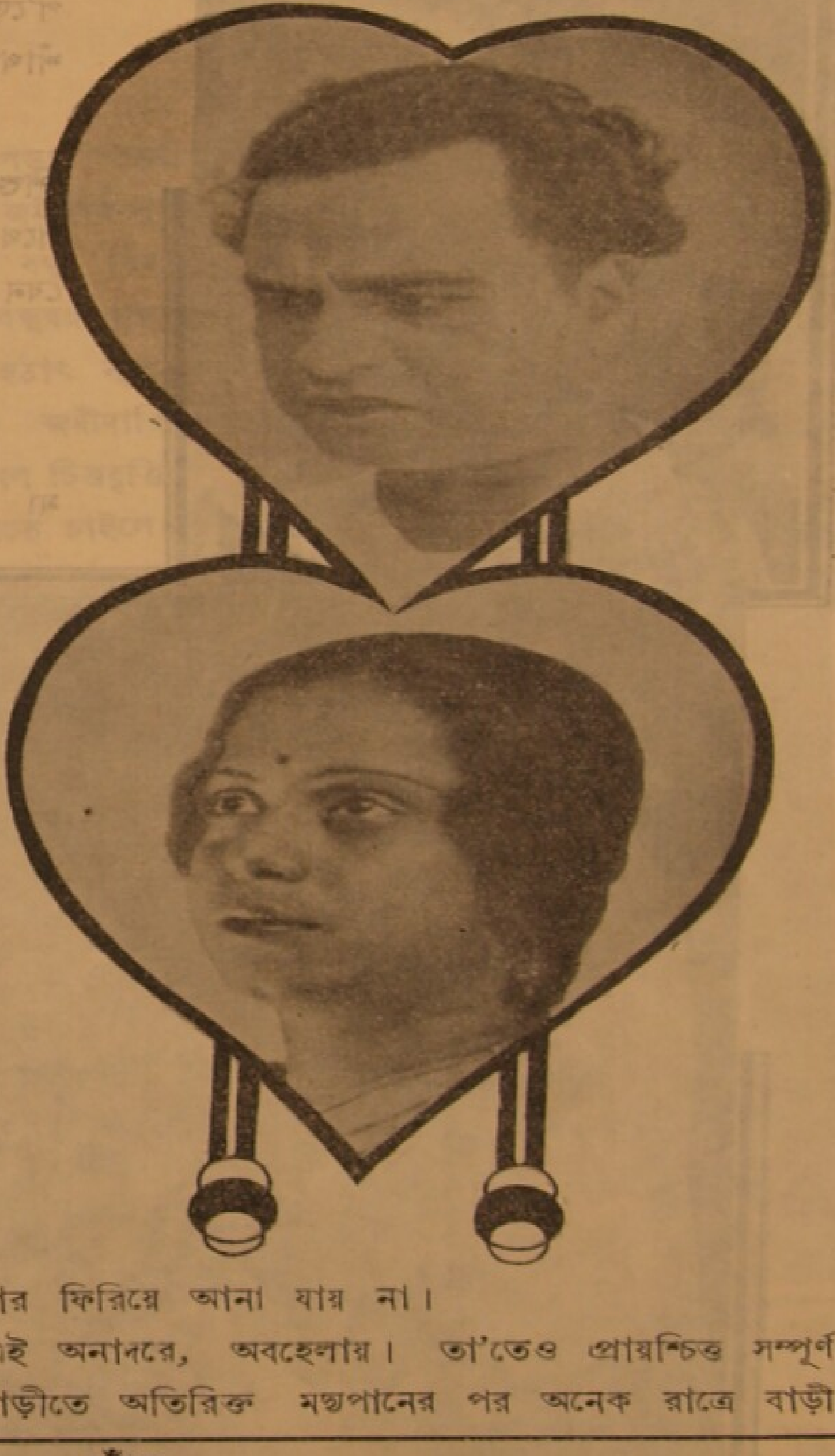

অমৃত ললিতের সমুচিত শিক্ষার আয়োজন কর্‌তেই, তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে লীলা নিজে এসে বাধা দিল, বল্‌লে—অমৃতকে সে ভালো বাসে না একটুও। সেই খবর দিয়ে ললিতকে আনিয়েছে এবং আজই রাত্রে অমৃতর আশ্রয় ত্যাগ ক'রে ললিতের সাথে পাড়ি জমাবার পরামর্শ ই তারা কচ্ছিল।

অমৃত শিল্পী—এই নিদারুণ আঘাতে বুকখানা তার চুরমার হ'য়ে গেলেও সে নিজে গাড়ী বের ক'রে তাদের ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলো।

এলাহাবাদ এসে কিছুদিন পরেই লীলার জান্‌তে বাকী রইল না যে স্বামী ললিতের জীবনে স্ত্রী লীলাই একমাত্র রমণী নয়। কিন্তু ভুল তখন অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

কয়েক বছর কাট্‌ল লীলার—এই অনাদরে, অবহেলায়। তা'তেও প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হ'ল না। একরাত্রে রক্ষিতা পদ্মর বাড়ীতে অতিরিক্ত মদ্যপানের পর অনেক রাত্রে বাড়ী

ফেরে ললিত। লীলার সাথে হয় কথা কাটাকাটি, সেই উত্তেজনার ফলে ললিত প'ড়ে যায়। লীলার সিঁদুর মুছে যায়, শাঁখা ভেঙ্গে যায়।

লীলার কোলে তখন দু'বছরের শিশু কন্যা। তার হাত ধ'রে লীলা পথে এসে দাঁড়ায়। এই পথই কি ক'রে যেন তাদের আগ্রায় পৌঁছে দেয়।

সেই শিশু এখন তরুণী। রুগ্না মা ও তার জীবিকার আর কোন

সদুপায় অবশিষ্ট না থাকায় মেয়েকেই নামতে হয়েছে ভিক্ষায়। জনবিরল "যমুনা পুলিনে" দাঁড়ায় "ভিখারিণী" হাত পেতে।

আসন্ন এম্-এ পরীক্ষার পড়া তৈরী কর্তে এই সময়েই সোনাতলার জমীদার-পুত্র ফণী নাগ ও তার প্রিয়তম সহপাঠী বন্ধু বিমল এলো আগ্রায়। একদিন এই বন্ধুদ্বয় সন্ধ্যা বেলা যমুনার তীর ধ'রে ফির্ছে, হঠাৎ নজরে পড়্ল ভিক্ষারতা মেয়েটির দিকে। জমীদারির আবহাওয়ায় মানুষ ফণী—সে কোমল চিত্তবৃত্তির ধার ধারে না। সে এড়িয়ে যেতে চাইলেও

বিমল এগিয়ে গেল। প্রথম দৃষ্টিতেই কাপড় পর্‌বার ধরণ দেখে সে বুঝেছিল—মেয়েটি বাঙ্গালী। ফণী একটু ব্যঙ্গোক্তি করে' সরে' পড়্‌ল। বিমল এই অবগুণ্ঠনবতীর সঙ্গে খানিক আলাপ ক'রে নিল।

এই দু'টি তরুণ প্রাণকে নিয়ে খেল্‌বার ইচ্ছে হল পঞ্চশরের—হ'লেই বা মেয়েটি ভিখারিণী।

বিমল সাহায্য কর্‌বার তাগিদে গিয়ে নিজের তাগিদে জড়িয়ে পড়্‌ল। এদের সম্পর্ক যখন সামান্য পরিচয় ছাপিয়ে গেছে তখনই পরীক্ষার তারিখ সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিমলকে কল্‌কাতা চলে' আস্‌তে হ'ল।

আস্‌বার আগে অবশ্যই সে মুখ-না-দেখা, নাম-না-জানা ভিখারিণীকে, পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্রই ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল।

মানুষ ভবিষ্যৎকে যে রূপে কল্পনা করে, অ-দৃষ্ট অদৃষ্টের কোলে তার ভবিষ্যতের চেহারা অন্য রকম।

পরীক্ষা-অন্তে বিমল আগ্রা এসে, দেখে সেই মেয়েটির মাথা গোঁজবার কুঁড়ে খানিও খাঁ খাঁ করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল এই ক'দিনের অবকাশে মেয়েটির মা লীলার মৃত্যু হয়েছে। আর ভিখারিণী? হয় তো ভিক্ষাকে সম্বল করে' অন্তহীন পথের কোন্ প্রান্তে পৌঁছেছে, কে বল্‌তে পারে।

তীর্থে পুণ্যকামীদের ভিড়। তারা মনে করে দরিদ্র সাক্ষাৎ নারায়ণ ঃ তাই ভিক্ষুকেরাও সেই সুযোগ নিয়ে তীর্থে-ই ভিড় করে। এই সূত্র ধ'রে বিমল কার যেন আশায় তীর্থ-পর্য্যটক হয়ে পড়্‌ল।

আরো কিছু দিন পর—

ফণীর পিসিমা তার এক মাত্র পুত্র অমরকে নিয়ে থাকেন নবদ্বীপে। একদিন স্নান ঘাটে একটি মূর্চ্ছিতা মেয়ের প্রতি অমরের মা আর অমরের দৃষ্টি পড়ে। মেয়েটি বেশবাসে দরিদ্র হ'লেও অমরের মার কেমন যেন একটা করুণা জন্মে। তাঁরা মেয়েটিকে বাড়ী নিয়ে আসেন।

মেয়েটির নাম যুথি। যুথির মুমূর্ষু মায়ের কাছে শোনা তাদের যে বংশ পরিচয় এই মেয়েটির মুখে অমরের মা পান, তা যুথির ব্যবহারের সৌজন্যে তিনি অবিশ্বাস করতে পারেন না।

তাদের আশ্রয় দানের সুযোগ নিয়ে অমর প্রেম নিবেদন করে। এই প্রেম গুঞ্জনে যখন যুথি নিতান্তই অস্বস্তি অনুভব করছে, ঠিক সেই সময়েই ফণীর আবির্ভাব।

ফণী তখন জমীদার। তার ঘরোয়া ব্যাপারের তাল সাম্‌লাতে রাজা ফণীর তখন একটি "রাণী-কে রাণী, ঝি-কে ঝি" দরকার। ফণীর ভাষা চিরকালই সোজা রাস্তায় চলে। এই বিবাহের খোঁজেই তার আসা, এ কথা গুরুজন পিসিমার কাছে স্পষ্টতঃ বল্‌তে তার জিহ্বা সঙ্কুচিত হয় না।

পিসিমা যুথির সাথে বিবাহের প্রস্তাব কর্‌তেই, যুথিকে দেখে ফণীর ভারী পছন্দ হ'য়ে গেল। একদা—নিরাশ্রিতা যুথি সোনাতলার রাণী বনে' গেল।

তীর্থ পর্য্যটনে ক্লান্ত বিমল, নূতন উদ্যম সংগ্রহ কর্‌তে পুরাতন বন্ধু ফণীর বাড়ী হঠাৎ এসে হাজির।

যুথির সাথে তার পরিচয় হয় এবং যুথিকে তার বেশ ভালোই লাগে। ভালো লাগ্‌লেও তার মন তখনও আচ্ছন্ন করে' আছে সেই ভিখারিণী।

একদিন এক অলস অবসরে, যখন সে ভিখারিণীর চিন্তায় মশ্‌গুল, একখানি চিঠি কোন এক অদৃশ্য লোক থেকে তার কাছে এসে পড়ে, তলায় নাম "যমুনা পুলিনের ভিখারিণী।" সে ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছিল, যমুনা পুলিনের ভিখারিণীর চিঠি এখানে কি ক'রে এলো।

অনতিবিলম্বে আর একটা জিনিষ আবিষ্কার ক'রে সে আরো আশ্চর্য্য হ'ল যে—তার সেই তীর্থ পর্য্যটনের লক্ষ্য ভিখারিণী এখন তারই বাহুপাশ-বদ্ধ—এবং সে আর কেহই নয়—সোনাতলার রাণী যুথি।

কিন্তু এই আশ্চর্য্য ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হবার আগেই পিছন থেকে ফণীর চাবুকের হুঙ্কার শোনা গেল।

মুহূর্ত্তে কী যে ঘটে' গেল! ফণীর চাবুক ইতস্ততঃ চল্‌ল খানিক। আর সেই মুহূর্ত্তের উত্তেজনার ফলে যুথি বিমলের হাত ধ'রে ফণীর গৃহত্যাগ কর্‌ল।

বিমল যুথিকে খুবই ভালো বাস্‌ত। তা হ'লেও যুথি তখন বন্ধু পত্নী। তার কি উচিত হ'ল উত্তেজিতা যুথির স্বামীগৃহ ত্যাগের সমর্থন বা সাহায্য করা?

যুথির পক্ষে, স্বামী শত অন্যায় কর্‌লেও স্ত্রীর চোখে স্বামী দেবতাই। স্ত্রী যদি স্বামীর অপরাধ সহই না ক'রে নেবে, তবে কি সে এখনও বিমলকে···? সে কি তবে দ্বিচারিণী?

আর ফণী—?

ভুল হ'ল কার? এর উত্তর দেবে কে? সমাজ না বিবেক?

গান ঃ

—এক—

ভুবন ভরিয়া প্রেমের ঠাকুর
খেলিছ এ কোন্ খেলা!
রূপের মাঝারে অরূপের লীলা
চলে তব সারা বেলা ॥
যদি, সাথী নাহি মিলে কেন দিলে প্রাণ,
কেন তবে দিলে বুক-ভরা গান!
না বাঁধিতে বীণা হ'ল অবসান
কত না সুরের মেলা ॥
যমুনা পুলিনে একদা যে বাঁশী
বাজালে ব্যাকুল সুরে—
তীরে তীরে তার আজি আঁধিয়ার
ভিখারিণী রাধা ঘুরে।
তুমি নাই তবু বাজে কার বাঁশী—
নিখিলের হিয়া হ'ল যে উদাসী,
যুগে যুগে আসি' হে লীলা-বিলাসী
ভালো বেসে হানো হেলা।

—সমবেত

—দুই—

রূপের পূজা লাগি, কেঁদেছে তব প্রাণ-
তাজের গায়ে দেখি প্রেমের স্তব গান ॥
হৃদয়ে চুপে চুপে প্রেম যে ফুল সম-
কমলে দল মেলি' জাগে সে নিরুপম;
কাননে ফুলে ফুলে সুরভি হয়ে' দুলে
মহুয়া মন-তলে মধু-রে করে দান ॥

—ভবানী দাস

—তিন—

গুলবাগে মোর ভুল ক'রে কি
ফুটল দু'টি কমল-কলি,
তাই শুনে কি গন্ধ-পাগল
জুটল এসে মাতাল অলি ॥
অরুণ-রাগে জানি ঝরবে নিশা
থাকবে না জানি এই রাতের তৃষা।
মধু নয়ন হেনে মৃদু গুঞ্জরণে
দু'টো মিষ্টি কথা, মোরে, যাও না বলি' ॥

—চিত্তরঞ্জন রায়

— চার —

দিন যে রে ব'য়ে যায়—
কারো সুখে দুঃখে কারো মুখপানে
সে কি কভু ফিরে চায়।
কপোলে মাখিয়া রাঙা কুম্‌কুম্
সোনার সকালে জাগে যে কুসুম,
সাঁঝের ছায়ায় রঙ্ মুছে যায়
গাহে সে বিদায়, হায়॥
কালের প্রবাহে কে কোথায় মোরা
কোন্ দূরে ভেসে যাবো—
এই ভুবনের খেলা হবে শেষ
আর নাহি দেখা পাবো।
তরুণ প্রাতের অরুণ-আলোকে,
ভরিবে সবার হৃদয় পুলকে—
জীবনের পিছে আসে যে মরণ
ভেসে যায় অজানায়॥

—মৃণাল ঘোষ

— পাঁচ —

আহা, শ্যামের বাঁশরী সুরে।
মোহনীয়া বাঁশী আজি বেসুরো উঠিল বাজি'
বিধুর করুণ সুরে॥
যে-সুরে বহিত যমুনা উজান
যে-সুরে জাগিত কুসুমের প্রাণ
আজিকে সে-সুর বিরহ বিধুর
বন-উপবন ঘুরে॥
কোথা তুমি আছ বিনোদিনী রাই
জলে, তরুতলে নাই কোথা নাই
বিরহ-বেদনায় বেণু আজি মূরছায়
নীরব ভুবন জুড়ে'॥

—ঝর্ণা দে
গিরীন চক্রবর্ত্তী

—ছয়—

মনের মানুষ আছে কোথায়,
তারে, খুঁজিয়া না পাই
তার তালাসে শ্বাশ বিশ্বাশে
ঘুরিয়া বেড়াই॥
আসমানেতে যায় রে পঙ্খী
পালক ঝইর‍্যা পড়ে
সেই না পঙ্খীর পালক দেইখ্যা
পরাণ ছটফট করে॥
আরে ও—
দেহ হৈল কাষ্ঠের তরী
পীরিত সোঁতের পানি
সেই না সোঁতের ঢেউ লাগিয়া, হায়
ভাঙিল পরাণি॥

—সুজন মাঝি

— সাত —

আমার বলিয়া ভেবেছিনু, হায়
তোমার মালার ফুল
বিফল প্রাতের নয়নে দোলে
অশ্রুহীরার দুল ॥
বুকের কুলায়ে সারা নিশি ধরে'
রাখিনু জড়ায়ে পরম আদরে
রাতের কুয়াশা শিশিরে মিলায়
শুকায় আশা-মুকুল ॥

তরুরে ঘিরিয়া বেঁধেছিল যবে
মালতী-মালার রাখী
হিয়াতল তার উঠেছিল রেঙে
আলোর পরাগ মাখি ।
তরুশাখা 'পরে রচি পরিচয়,
মালতী গেয়েছে আলোকের জয়—
আলোর দেবতা নিল মালতীরে
সার হ'ল মোর ভুল ॥

গিরীন চক্রবর্ত্তী

সরমা পিক্‌চার্সের
কথা, কাহিনী ও পরিচালনা
তুলসী লাহিড়ী
সুশীলকুমার
ভালোবাসা
গণেশরঞ্জনের প্রযোজনায়
ভূমিকায়
তুলসী·সত্য·রঞ্জিৎ
প্রভা·মীরা দত্ত·
বোকেন
DIGUHA

ভালো-বাসা

পরিচয়

খ্যাঁদা মামা	···	তুলসী লাহিড়ী	সুরজিৎ	···	রঞ্জিৎ রায়
ক্ষ্যান্ত মামী	···	শ্রীমতী প্রভা	গোব্‌রা	···	বোকেন চট্টো
ভবতারণ	···	সত্য মুখোপাধ্যায়	অপর্ণা	···	রেখা দে
শোভনা	···	মীরা দত্ত	সুচিত্রা	···	সুশীলা

এবং চারুশীলা প্রভৃতি

●

গল্প ঃ

চমৎকার একখানি ফ্ল্যাট—কল্‌কাতার অভিজাত এক পল্লীতে। সুন্দর ক'রে সাজানো, শহরের ধুলো ও ধোঁয়া সেখানে পৌঁছয় না ঃ ভালো বাস্‌বার, চোখে চোখ দিয়ে নীরব ভাষায় প্রেমের কলগুঞ্জনের উপযুক্ত স্থানই বটে। ফ্ল্যাটটির নাম "ভালো-বাসা"।

থাকেন একটি নব-পরিণীত দম্পতী, ভালোবেসে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। ভবতারণ কবি। ভবতারণ কবিতা লেখে, সঙ্গীত রচনা করে—শোভনা সেই গানের বাণীতে প্রাণ দেয়—সুর করে' শোনায় তা'কে। একখানি ঘর, রান্না বান্নার পাট নেই—সেটা হোটেল মারফৎ চলে।

শোভনা গান গায়, তাকে দিতে একটি অর্গানই উপযুক্ত উপহার। একদিন তাও আসে। ভবতারণের আয় অর্গান কেন্‌বার মতো নয় ঃ কাজেই সেটা আসে মাসিক কিস্তিতে। স্বামী অফিসে যান পায়ে হেঁটে, টাকা বাঁচান ঃ স্ত্রী ঝি তুলে' দেন—কিস্তির টাকা শোধ কর্‌তে।

এরি থেকে ভবতারণকে বন্ধু বান্ধবকে টাকাটা সিকিটা সাহায্যও কর্‌তে হয়।

এক বন্ধু আছেন সুরজিৎ। মাঝে মাঝে মাইফেলের জন্য বন্ধুকে এবং তথা নিজেকেও খুশী কর্‌তে অভাব পড়ে' গেলে ভবতারণই যথাসাধ্য দিয়ে তরান। সেই আসে যায় একটু বেশী, কিম্বা ভবতারণেরও তারই ওখানে, অফিস ও প্রেম কূজনের বিরলতম অবসরে একটু যাতায়াত আছে।

বেশ কাটছিল দিন।

কিন্তু ভালো বাসাতে-ও ঝড় লাগ্‌ল।

দেশে থাকেন ভবতারণের এক মামা—খ্যাঁদা। কবিত্ব শক্তিটা নাকি "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ" হিসেবে এরি কাছ থেকে ভবতারণের পাওয়া।

খ্যাঁদা মামা আর ক্ষ্যান্ত মামীর এখন ঝগড়া-পর্ব্ব। সেই পর্ব্ব প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে, দু'জন দু'জনের মুখ না-দেখাদেখিতে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিন অতি বিরক্ত হয়ে খ্যাঁদা মামা গৃহত্যাগ করেন। ব'লে যান—আর ক্ষ্যান্তর মুখও দেখ্‌বেন না। চাকর গোব্‌রা মারফৎ ক্ষ্যান্ত, খ্যাঁদাকে গৃহত্যাগে নিবৃত্ত তো করতে পারেনই না, জান্‌তেও পারেন না—মামা কোথায় গেলেন।

বলা বাহুল্য, কল্‌কাতায় চাকুরে ভাগ্নে থাক্‌তে মামা আর কোথায়ই বা যাবেন।

অথচ, তাদের মোটে একখানি ঘর। মামা বাইরে শুয়ে থাকেন, তা ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু উটের মতন, নাক ঢোকাবার জায়গা পেয়ে, পরে সর্ব্বাঙ্গ ঢোকাবার স্পৃহা মামা ছাড়েন কি করে? আস্তে আস্তে অন্দরের দিকে একটু একটু এগোতে থাকেন মামা।

শ্রীমতী মীরা দত্ত

একখানি ঘর, তাতে প্রায় সর্ব্বদাই গুরুজনের উপস্থিতি। মামাশ্বশুরের সুমুখে অবশ্যই শোভনার ঘোম্‌টার দৈর্ঘ্য আপনি বেড়ে যায়। ফলে প্রেম তো জমেই না; এমন কি, অফিস ফেরৎ শোভনার শ্রীমুখপঙ্কজ দেখাও ভাগ্যে ঘটে না বেচারী ভবতারণের।

মামার এই অত্যাচার দম্পতীর পক্ষে অসহ হ'য়ে ওঠে। মামা,—মামিমাকে এড়াতেই হোক, আর একটানা পল্লীবাসের পর ক'ল্‌কাতার মোহেই হোক—নড়্‌বার নামটি করেন না পর্য্যন্ত। তখন একদিন এই বিপদ থেকে উদ্ধারের আশায় ভবতারণ, বন্ধু সুরজিতের বুদ্ধির শরণ নেয়।

সুরজিতের একটু পানদোষ আছে বটে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেদের মতো হঠাৎ বুদ্ধিও তার কম নয়।

সে একটি মতলব বাৎলে দেয়।

খবর পাওয়া যায়, দেশ থেকে ক্ষ্যান্ত মামি আস্‌ছেন। তখন অবশ্যই খ্যাঁদা মামার আবার দেশে ফিরবার বন্দোবস্তই কর্‌তে হয়।

খ্যাঁদাও যাবার জন্ত তৈরী, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষ্যান্ত এসে হাজির।

মামার আর যাওয়া হয় না। কিন্তু ঘর যে মাত্র একখানি—দুইটী দম্পতী কি করে' থাক্‌বেন?

এর মীমাংসা আপনারাই করুন।

গান

আমরা দু'জন কর্‌ব কূজন
নদীর কল-গীতে—
দেখ্‌ব নূতন চাঁদের স্বপন
চোখের জ্যোছনাতে।
নিত্য মোদের কোজাগরী
স্বপ্নে চলে খেয়া-তরী
নিরুদ্দেশে যাত্রা মোদের
নীরবে নিভৃতে॥

SARAMA PICTURES

সরমা পিক্‌চার্সের প্রচার-কর্ত্তা সুশীলকুমার কর্ত্তৃক প্রচারিত।
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও বি. নান কর্ত্তৃক প্রকাশিত।